রাশিয়ায় কমিউনিজমের সূর্যাস্ত ও ইসলামের নব সূর্যোদয়

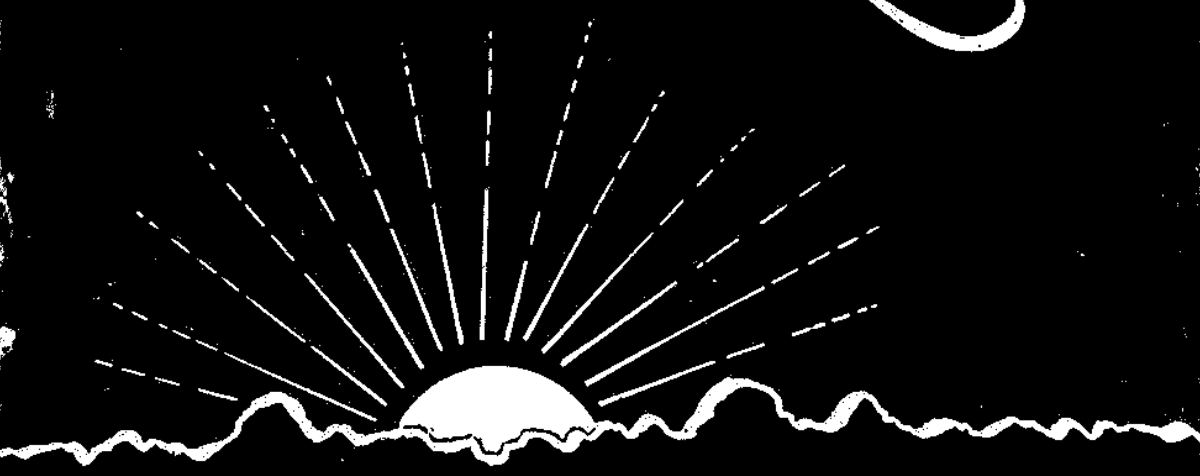

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

রাশিয়ায় কমিউনিজমের সূর্যাস্ত
ও
ইসলামের নব সূর্যোদয়

প্রকাশনা সেক্রেটারী আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ কর্তৃক ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা ১২১১ থেকে প্রকাশিত এবং আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস থেকে ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রিত।

লেখকের কথা

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কমিউনিজম নিয়ে কোন বিস্তৃত আলোচনা করা হয়নি। প্রয়োজনও নেই। সংক্ষেপে রাশিয়ায় (সোভিয়েত ইউনিয়নে) কমিউনিষ্ট পার্টীর জন্ম এবং বিলুপ্তির ইতিহাস পেশ করে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পূর্ণতা সর্বশ্রেণীর পাঠকদের কাছে ধর্মের সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ উপস্থাপন করা গেল। যারা ধর্মে বিশ্বাসী নন তারা এ নিয়ে কি বলবেন তা আমাদের ভাববার বিষয় নয়। তবে ধর্ম বিশ্বাসীরা এর দ্বারা নূতন করে তাদের বিশ্বাসকে আরো বলিষ্ঠ করতে পারবেন।

কমিউনিজমের উদ্ভব হয়েছিল কতিপয় চরম ব্যবস্থাকে ভাঙ্গবার জন্য। কোন কিছু গড়বার জন্য তার আবির্ভাব হয় নি। পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন,

It was more a theory of revolution and destruction than of reconstruction (The Socialist Thought of Jawaherlai by Dr. B. Pradhan)

আমাদের দেশে যারা এখনও কমিউনিজমকে ভুলতে পারছেন না (না ভুলার কারণ এজন্য যে তারা বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন) তারা বলেছেন, ১৯৫৬ সালের পর নাকি রাশিয়ায় কমিউনিজম ছিলই না (আজকের কাগজ ২/৯/৯১) এ কথা দ্বারা কমিউনিজমের মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়ে এত দিন যে তারা একটি প্রেতাত্মা নিয়ে বাস করেছেন তাই প্রমাণ করে দিলেন।

কিছু জরুরী কথা

বর্তমানে যেসব দেশে অতি দ্রুত কমিউনিজমের উচ্ছেদ ঘটছে ওসব দেশে আপছেই ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে বলে এদেশের অনেকেই স্বপ্ন দেখছেন। সাম্প্রতিক কোন কোন পত্র পত্রিকায় তাদের এসব ধ্যান ধ্যারণার প্রতিধ্বনিও দেখা যায়। তারা হয়ত ভেবে দেখেন না যে কোন দেশ বা জাতির জীবনে ব্যাপক ভাবে আদর্শগত পরিবর্তন আনতে হলে ঐ দেশ বা জাতির অবস্থা ও অবস্থানকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করে এগোতে হয়। দ্বিতীয় অত্যাবশ্যক বিষয় হলো যারা যে আদর্শ দ্বারা পরিবর্তন আনতে চান তাদেরকে সে আদর্শের অনুসারী নিষ্ঠাবান ও সুসংগঠিত কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করার ও প্রয়োজন, যাদের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হতে পারে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঐ আদর্শ যত নিখুৎ হবে এবং কর্মীবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা ব্যক্তি সত্তায় ও সমষ্টি জীবনে ঐ আদর্শের যত বেশী বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে পারবে, ততই তারা তাদের অগ্রগমনে সব বাধা বিপত্তি অতিক্রমে সফলকাম হবে।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও কুরআন পাক মারফত আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ পাঠিয়েছেন। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীর পরবর্তী দীর্ঘকালে মুসলমানেরা নিজেদের ধ্যান ধারণাকে সংযুক্ত করে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শে নানা ধরণের মারাত্মক ভেজালের সংমিশ্রণে ঘটিয়েছে। খেলাফত হারিয়ে তারা বিচ্ছিন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অধঃপতন ও অবক্ষয়ে তারা নিজেরা তলিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের যারা উদ্ধার করতে পারছেনা তারা অন্যদের উদ্ধার করবে কি করে, বাস্তবতার তাগিদে এ প্রশ্ন কিছুতেই এড়ানো যায় না।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ সবারই উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি তাঁর প্রেরিত রহমাতুল্লীল আলামীন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শকে দুনিয়াময় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরই উম্মত হতে হযরত ইমাম মাহ্দী মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)কে প্রেরণ করেছেন। এজন্য তিনি আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত কায়েম করেছেন। এ জামা'তের মহান দায়িত্ব হলো ওসব দেশেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার বাস্তবমুখী কর্মসূচী নিয়ে উপস্থিত হওয়া। এই লক্ষ্যে জামা'তের খলীফা পৃথিবীর অন্যান্য দেশসহ কম্যুনিষ্ট দেশগুলির জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

নিজেদের প্রস্তুতির জন্য আমাদেরকে ওসব দেশের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক ও সঠিকভাবে অবহিত হতে হবে। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও সুসাহিত্যিক জনাব আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী তাঁর পুস্তিকা 'রাশিয়ায় কমিউনিজমের সূর্যাস্ত ও ইসলামের নবসূর্যোদয়' এ অতি স্বল্পপরিসরে বেশ জোরালো ভাষায় ও দক্ষতার সাথে কমিউনিজমের উদ্ভব, উত্থান ও পতন সম্পর্কে শুধু তথ্যাদি সম্বন্ধ ইতিহাসই তুলে ধরেন নি, পরবর্তীতে কি হতে যাচ্ছে এরও সুস্পষ্ট ঐশী দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন।

আমাদেরকে সদা সতর্ক থাকার জন্য একথা বলা বোধ হয় অবান্তর হবে না যে, বিভিন্ন ধর্মের নামে তথাকথিত ধার্মিকদের দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়াটাও কমিউনিজমের সর্বগ্রাসী ও সর্বনাসী উত্থানের একটি উপাদান ছিল। অতএব, বলা যেতে পারে ধর্মীয় দুর্নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়েও কমুনিজমের উৎপত্তি হয়েছিল।

খাকসার

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯১

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশন্যাল আমীর
আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাশিয়ায় কমিউনিজমের সূর্যাস্ত ও ইসলামের নব সূর্যোদয়

(এক)

লেটিন Communis শব্দটি প্রথম ব্যবহার হয় ১৮৪০ সালে। কমিউনিষ্ট, কমিউনিজম বা সাম্যবাদ শব্দটি সব চাইতে বেশী ব্যবহৃত হয় রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনের পর থেকে। মার্কসের দর্শনের উপর ভিত্তি করে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই বলশেভিক আন্দোলনই পরবর্তী কালে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে। মার্কসীয় দর্শনের মূল ভিত্তি হল বস্তুবাদ। মার্ক্‌স্‌ বলেন, "আমাদের কাছে এই জড় জগৎ ছাড়া আর কোন সত্তা নেই (Marx,s Selected Works. VOL. I, P—435) তাই তাদের দাবী হল, "পৃথিবী বস্তুর নিয়মে পরিচালিত হয়, এজন্য কোন খোদার প্রয়োজন নেই (A Short History of the Communist party of the USSR. P—105—114) শুধু তাই নয় লেনিন বলেছেন, Aetheism is a natural and inseparable part of Marxism (Religion P. 19) মূলতঃ মার্ক্‌স্‌ইজমের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল একটি নূতন অর্থনৈতিক মুক্তি পথের সন্ধান লাভ। 'The Capital' এর ভূমিকায় স্বয়ং মার্কস লিখেছেন, "অর্থনৈতিক গতিধারার নিয়ম

উদ্‌ঘাটন করাই এ রচনার শেষ লক্ষ্য।" জার্মান দর্শন, ব্রিটীশ অর্থ শাস্ত্র ও ফরাসী সমাজতন্ত্র বা বিপ্লব এই তিনের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে মার্কস্‌বাদ (লেনিন, মার্কস্‌ সম্বন্ধীয় রচনা, ৩২ পৃঃ) নিছক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলন হলেও পরবর্তী কালে এটি একটি ধর্ম বিরোধী শক্তিতেও পরিণত হয়। কারণ বস্তুবাদ এবং তথাকথিত ভাববাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এর একটি অপরটির বিপরীত। তাই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রথম দিকে ধর্ম এবং খোদার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব এবং প্রাধান্য দেওয়া হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে Bezbonik (খোদা হীন) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম ও খোদার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালান। ক্ষমতা দখলের পর সমগ্র রাশিয়ার শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানগুলিতে ধর্ম শিক্ষা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় (Criminal Code, Act, 122) লেনিন এক হুকুম বলে সকল চার্চ ও ধর্ম প্রতিষ্ঠা-নের জমি দখল করে নেন (জন রিড লিখিত দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন, ১৬৪ পৃঃ) ১৯১৮ সালের ৯ই আগষ্ট লেনিন এক নির্দেশ জারি করে বলেন, বাছাই করা একান্ত বিশ্বাসী লোকদের নিয়ে একটি অতিরিক্ত রক্ষিবাহিনী গড়ে তোলা প্রয়োজন। এদের অবশ্যই হোয়াইট গার্ড, মোল্লা পুরোহিত এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্মম ভাবে দমন করার কাজে লাগাতে হবে (ডেভিড শাভ লিখিত লেনিনের জীবনী, ২৩৮ পৃঃ) এর পর জর্জিনস্কির নেতৃত্বে চেখা বাহিনী গঠন করে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালান হয়।

মার্ক্সীয় দর্শন ব্যখ্যা করতে যেয়ে লেনিন তার বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং রচনায় ধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন তা থেকে আমরা মার্ক্স্‌বাদীদের দৃষ্টিতে ধর্ম কি তা স্পষ্টভাবে জানতে পারি। তিনি বলেছেন, "বস্তুবাদ পুরাপুরি নাস্তিক ও সুনির্দিষ্ট-ভাবে সকল ধর্ম বিরোধী (২০)। মার্ক্স্‌ বলেন : ধর্ম জন-সাধারণের অহিফেন—এই মূল তত্বটাই হচ্ছে ধর্মের সম্বন্ধে মার্কসীয় দর্শনের মূল খুটি (২১)। ধর্ম এই ভাবে শোষণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে, তাছাড়া এ যেন স্বর্গে যাওয়ার সস্তা টিকেট বিশেষ। ধর্ম জনগণের আফিম" (১২)। "আমাদের নিজেদের পার্টির ভিতরে ধর্মকে কোনক্রমেই ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে গণ্য করতে পারি না" (১৩)। "গীর্জা বা ধর্ম সমিতিগুলোর জন্য সর-কারী তহবিলে দানের কোন ব্যবস্থাও অবশ্যই থাকবে না" (১৪)। তিনি পার্টিকে "ধর্মীয় প্রতারণা থেকে মুক্ত করবার জন্য যথাযথভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন (১৬)।" "নাস্তিকতা সম্বন্ধে প্রচারণা অনিবার্যভাবে আমাদের কর্মসূচীরও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।" তিনি বলেছেন, "মার্ক্স্‌বাদকে যারা ভাসাভাসাভাবে গ্রহণ করে তারা নাস্তিকতা ও ধর্মের অনুকুলে সুযোগ সুবিধাদানের জগাখিচুড়ী, ভগবানের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম, আর ধর্ম প্রবণ শ্রমিকদের প্রীতিভাজন হয়ে উঠার কাপুরুষ সুলভ আকাঙ্খা পোষণ করে (২৫)। ধর্মের বিরুদ্ধে অবশ্যই আমাদেরকে লড়তে হবে" (২৬)।

"মার্ক্স্‌পন্থীকে অবশ্যই বস্তুবাদী অর্থাৎ ধর্মের শত্রুস্থানীয় হতে হবে" (৩০)। তাই তিনি বলেছেন, বস্তুবাদের মুখ-

পত্রগুলিকে "নাস্তিক্যবাদ প্রচার ও নাস্তিক্যবাদী সাহিত্যের সমালোচনার জন্য পত্রিকায় অবশ্যই অনেকখানি জায়গা দিতে হবে" (৬৩)। তিনি বলেছেন, "হলদে দানব ও নীল দানবের মধ্যে যতখানি পার্থক্য রয়েছে ঈশ্বর অন্বেষণ, ঈশ্বর প্রস্তুত করণ, ঈশ্বর সৃজন ও ঈশ্বর প্রজননের মধ্যেও ঠিক ততটুকু পার্থক্যই বিদ্যমান" (৮২)। "ঈশ্বর হচ্ছে বিভিন্ন উপজাতি ও জাতি কিম্বা সমগ্র মানব জাতি কর্তৃক সৃষ্ট এমন কতগুলো ভাবধারা নিয়ে গঠিত মানসিক চক্র" (৮৭)। এই উদ্ধৃতিগুলি লেনিনের 'রিলিজিয়ন' নামক পুস্তকের মন্মথ সরকার কর্তৃক বাংলা অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত।

রাশিয়ার শাসনতন্ত্রের ১২৪ ধারায় যে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে তা একটি শুভঙ্করের ফাঁকি ছাড়া অন্য কিছু নয়। বলা হয়েছে Freedom of religious worship and Freedom of Anti religious propaganda is recognised for all citizen অর্থাৎ ধর্মকর্ম করার অধিকার দেওয়া হয়েছে (কিন্তু ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি)। অপরদিকে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারের অধিকার স্পষ্টভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তাদের মতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারো ইচ্ছা হয় না খেয়ে থাকুক না, এর নাম রোযা রাখুক না, দু'চার বার উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ুক না, আর, এর নাম নামায রাখুক তাতে ক্ষতি কি? সুযোগ পেলে সপ্তাহে একদিন গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করুক না, তাতে রাষ্ট্রের ক্ষতি কি? এমনিভাবে বেচারা আর কতদিনই বা ধর্ম কর্ম করবে? অনেকের মতে "পরিস্থিতির চাপে ধর্মের স্বভাবিক

মৃত্যু এমনিতেই হবে" (গণচীনের কৃষ্টি বিপ্লব; ৩৯ পৃঃ)। লেনিন আরও বলেছেন; এমন সব কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে যার ফলে ধর্ম আপনা আপনি আউড়িয়ে মারা যাবে (ধর্ম, ২৩ পৃঃ)। ধর্মের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চলছে সর্বত্র। রাহুল সাংকৃত্যায়ন আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, "ইহা নিশ্চিত যে আজিকার এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার মৃত্যুর পরে রাশিয়ায় কেহ ঈশ্বরের নাম লইবে না (নূতন মানব সমাজ, ২৭ পৃঃ)। ধর্ম ও খোদার বিরুদ্ধে নাস্তিকদের ক্রোধ 'ইস্কার' অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত প্রকাশ হয়ে পড়ে। রাহুল লিখেছেন, 'অজ্ঞানের অপর নাম ঈশ্বর' (নতুন মানব সমাজ ৩১ পৃঃ)। তার মতে অজ্ঞানতা ও অসামর্থতার উপর প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরবিশ্বাস নাকি ধনী ও ধূর্তদিগের স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস (ঐ)।

নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রনে ধর্ম হয়ত গির্জা মসজিদে কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু এভাবে কোন জীবন্ত ধর্ম সুস্থভাবে বেশী দিন টিকতে পারে না। এ সম্বন্ধে নাস্তিকরাই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য খৃষ্ট ধর্ম একটি অন্তরের বিশ্বাস মাত্র। যদি কেউ মনে করে যীশু মানুষের পাপের জন্য শূলে মৃত্যুবরণ করেছেন তাহলেই হয়ে গেল। গির্জায় যাওয়ার কথা বাইবেলে নেই। আর হিন্দু ধর্ম? হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরবাদ আছে, নিরীশ্বরবাদ আছে, একেশ্বরবাদ আছে, বহু ঈশ্বরবাদ আছে, সর্বেশ্বরবাদ আছে। অতএব একজন হিন্দু যাই বিশ্বাস করুক না কেন, যে কর্মই সে করুক না কেন নিজেকে হিন্দু মনে করলেই সব ল্যাঠা চুকে গেল। এজন্য

মার্কসবাদী হয়েও একজন ইচ্ছা করলে হিন্দু থাকতে পারে। বর্তমান হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের নাস্তিকতা নিয়ে মার্ক্স্‌বাদী হওয়া যেমন সহজ উপরে উদ্ধৃত হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন হিন্দুর পক্ষেও তেমনি মার্কস্‌বাদী হওয়া সহজ ব্যাপার। তবে যত অসুবিধা প্রকৃত ইসলাম (রাজনৈতিক বা মোল্লাপন্থী ইসলাম নয়) ধর্মের। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। সে অন্য কোন মতবাদের সঙ্গে শেয়ারে চলতে পারেনা। তার পূর্ণত্বের কারণেই সংঘাত বাধে। ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই এবং ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়ন ঘটাতে গেলেই সংঘাত অপরিহার্য। হয় এটি থাকবে না হয় ওটি থাকবে।

লেনিন মাত্র ষোল বৎসর বয়সে মার্ক্সের উপর রাগ করে (যুক্তি বা বিচার বিবেচনা করে নয়) ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করেন (লেনিনের জীবনী, প্রগতি প্রকাশন, ১৩পৃঃ) এ ছাড়া ১৮৮৭ সালে ৮ই মে তারিখে তার ভাই আলেকজাণ্ডারের ফাঁসীর পর জারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। এরপর রুশ মার্কস্‌বাদের প্রতিষ্ঠাতা প্লেখানভ ও এক্সেলরভ এর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে, অগ্নিকন্যা ক্রুপশ্‌কায়াকে জীবন সঙ্গিনীরূপে লাভ করে তৎসঙ্গে প্রতিশোধ স্পৃহা ও ধর্মবিদ্বেষ যুক্ত হয়ে ব্লাদিমীর উলিয়ানভ লেনা নদীর নামে লেনিন নাম ধারণ করে সর্বশক্তি নিয়ে বিপ্লবে ঝাপিয়ে পড়েন। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা 'ইসক্রা' (স্ফুলিঙ্গ) এর ছত্রে ছত্রে বিপ্লবের আগুন ছড়াতে

থাকে। এই আগুনে জারকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। কমিউনিষ্ট পার্টি এক নূতন শক্তিরূপে জগতে পরিচিত হয়ে উঠলো। অত্যন্ত তড়িৎ গতিতে এই আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, দিকে দিকে জ্বলে উঠল লাল মশাল। পুঁজিবাদের ভাঙ্গা কেল্লা-গুলি প্রলেতারিয়েতের হাতুড়ি শাবলের আঘাতে খান খান হয়ে ঝরে পড়ল। দেখতে দেখতে বহু দেশে উড্ডীন হল রক্ত রঞ্জিত লাল ঝাণ্ডা। এই বিপ্লবের ফলে কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল তা দেখে অনেক ধনতান্ত্রিক দেশ ভয়ে নিজ ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আবার অপরদিকে 'সর্বহারার' দল আশায় বুক বেঁধে এই নব জোয়ারে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিল। কমিউনিষ্ট শাসিত দেশগুলি প্রথমদিকে বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। লৌহ যবনিকার অন্তরালে ভালমন্দ যাই ঘটুকনা কেন বাইরের জগৎ তার কিছুই জানল না। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল তাঁর রাশিয়ার ডায়েরী নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে 'লৌহ মানব' ষ্টালিন সম্বন্ধে বলেন, "সেই ষ্টালিন — যিনি ঘরের বাইরে যাননি, পৃথিবীর কোনও জাতির সঙ্গে কথা বলেননি, বাহিরের কোনও মানুষের সম্বন্ধে প্রকাশ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেননি, সোভিয়েট নাগরিককে বাহিরের কোন ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে দেননি এবং যিনি তাঁর সমকক্ষ কোনও সোভিয়েট জন নেতাকে সুস্থ ভাবে বাঁচিয়ে রাখেননি (১৪১ পৃঃ)। কিন্তু এই অস্বাভাবিক কঠিন ও কঠোর ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন ধরে এভাবে

চলতে পারে না। নিজেদের প্রয়োজনেই কমিউনিষ্ট দেশগুলি বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে বাধ্য হল। রুশ নেতা ক্রুশ্চেভই সর্বপ্রথম লেনিন-ষ্টালিনের লৌহ কপাট ভেঙ্গে মুক্ত জগতের দিকে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেন। তিনি বলেন, "একথা ভুললে চলবে না যে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য কয়েক দশক পুরানো হয়ে গেছে। সেই সময় দুনিয়ার যে সমস্ত জিনিস জানা ছিলনা সেইগুলিই আজ ইতিহাসের গতি ও আন্তর্জাতিক অবস্থার পক্ষে নিয়ামক (নিউটাইমস, অতিরিক্ত সংখ্যা — ২৭-১৯৬০) কিন্তু চীন তখন এই সব উক্তির সমালোচনা করে ক্রুশ্চেভকে সংশোধনবাদী আখ্যা দিয়ে রাশিয়ান নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হল। চীন-রাশিয়া ঝগড়ার পরিসমাপ্তি না ঘটলেও শেষ পর্যন্ত চীন তার এই একঘেয়েমী নীতির পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই আজ চীন ও রাশিয়া পৃথক পৃথক ভাবে লেনিন-ষ্টেলিন—মাওয়ের পথ ছেড়ে নূতন পথের সন্ধানে আছে। রাশিয়া ঘোষণা করেছে, 'সমগ্র মানব জাতির ভাগ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরী মার্কিন-সোভিয়েট সহযোগিতা (The U.S.S.R. and the U.S.A. Their Political and Economic Relations) চীন রাশিয়ার চাইতে সমঝোতার দিক দিয়ে আমেরিকার বেশী নিকটবর্তী। মাও এর অর্দ্ধাঙ্গিনী আজ চার কুচক্রীর অন্যতম। নব-চীনের প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আজ চীনের নব মন্ত্র হল, "শ্রেণী সংগ্রাম নয়, আজ চীনের প্রধান করণীয় আধুনিকী করণ (ইত্তেফাক, ৯ই আষাঢ় ১৩৮৬) কমিউনিজমের

স্বপ্ন রাজ্য আজ 'হনুজ দূরাস্ত'। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র একটা কল্পনার বিষয়বস্তু। যুগোশ্লাভিয়ার প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মিলোভান জিলাম বলেন, "বস্তুতঃ আজকাল কোন লোকই কমিউনিজমে বিশ্বাস করে না। আমরা যখন কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কথা বলি তখন আমরা প্রেতাত্মা সম্পর্কেই কথা বলি (ইত্তেফাক, ১৪ই বৈশাখ, ১৩৭৭) চীনের গণ কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, "গণতন্ত্র ব্যতীত সমাজতন্ত্র হয় না (ইত্তেফাক, ১৮ই আষাঢ় ১৩৮৬)।

১৯১৮ সালে বলশেভিক নাম পরিবর্তন করে 'রাশিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টি" নামকরণ করা হয়। ৬৭ বৎসর পর বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে মিখাইল গরবাচেভ ক্ষমতায় আসেন ১৯৮৫ সালে। এরপর শুরু হয় সংস্কার কর্মসূচী। গ্লাস্তনস্ত ও পেরেস্ত্রইকার মাধ্যমে সোভিয়েত জনগণ মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাকে। কট্টর পন্থীরা গরবাচেভকে ক্ষমতা চ্যুত করতে যেয়ে ব্যর্থ হয়। সোভিয়েত জনগণ কমিউনিষ্টদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে আবার গরবাচেভকে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। গরবাচেভ কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পার্টির সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং 'প্রাভদা' সহ সকল কমিউনিষ্ট পত্র পত্রিকা বন্ধ করে দেন। এই ঐতিহাসিক ঘোষণার ফলে সমগ্র বিশ্বের কমিউনিষ্টরা হতভম্ব হয়ে যায়। মূল ভূখণ্ড রাশিয়ায় কমিউনিজমের সূর্যাস্ত ঘটে ১৯৯১ এর আগষ্ট মাসের শেষ দশকে।

প্রজাতন্ত্রগুলি একের পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গছে। চীন যদিও এখন পর্যন্ত কমিউনিজমকে

আকড়িয়ে ধরে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। ব্যাপক ছাত্র ও যুব আন্দোলনকে কঠোর ভাবে দমন করার ফলে সেখানে আগুন চাপা পড়ে আছে। যে কোন সময় তা আবার জ্বলে উঠতে পারে। রাশিয়ার ঘটনাবলীতে বিশ্বের কমিউনিষ্টরা তাদের মনোবলকে হারিয়ে ফেলছে। মূল কেটে গেলে শাখা প্রশাখা আর কত দিনই বা সজীব থাকবে? কমিউনিজমের জন্মভূমি রাশিয়া থেকে সাহায্য সমর্থন না এলে বহু দেশের পার্টিকর্মীরা বিকল্প পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে।

(দুই)

আহ্‌মদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ১৯০৫ সালে ঘোষণা করলেন, 'জার ভি হোগা তো হোগা উস ঘড়ি বহালে জার (তাজকেরা ৫৪০ পৃঃ)। অর্থাৎ অচিরেই জারের জন্য (রাশিয়ার সম্রাট) ক্রন্দন বা বিলাপের অবস্থা সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ তার এমন শোচনীয় পরিণতি হবে যে জগদ্বাসী তা দেখে দুঃখে মাতম করবে। মহা প্রতাপশালী, বিপুল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাশিয়ার সম্রাট এই ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র বার বৎসর পর অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে সপরিবারে পাত্র মিত্র সহ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে তা তখন কারো কল্পনাতেই আসে নি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ১৯১৮ সালের ১৬ই জুলাই ইকাতেরিনবার্গে জারকে তার পরিবার পরিজন সহ হত্যা করা হয় এবং এক অজ্ঞাত স্থানে তাদেরকে মাটিচাপা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়।

লেনিনের জীবনীতে বলা হয়েছে "মধ্য রাত্রিতে তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে কাপড় পরে নেবার নির্দেশ দেয়া হয়। অতঃপর তাদের নির্দিষ্ট কক্ষে যেতে বলা হয়।... ...তারপর তারা সকলে সেখানে গেলে মৃত্যুদণ্ডের আদেশটি পড়ে শোনান হয়। আদেশটি পঠিত হবার পর এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে নিকোলাস, তাঁর পত্নী, পুত্র এলেকিস, চার কন্যা এবং রাজ পরিবারের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত সকলকে গুলী করে হত্যা করা হয়। ... ...ইউরাল সোভিয়েটের সদস্য যুরোভস্কির নেতৃত্বে একদল চেক সৈন্য জার পরিবারের বধকার্য্য সমাধা করে। হত্যার পর শবগুলো কুড়াল দ্বারা টুকরো টুকরো করে খণ্ডিত অংশগুলো বেনজিন এবং সাল-ফিউরিক এসিডে ভিজিয়ে নেয়া হয়, তারপর সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। হাড়গোড় যা অবশিষ্ট থাকে তা খনি থেকে কিছু দূরে একটি জলাভূমিতে নিক্ষেপ করে সেটি ভরাট করে ফেলা হয় (ডেভিড শাব লিখিত লেনিনের জীবনী, ২৩৭ পৃঃ)।

জারকে হত্যার পরের রাত্রিতে ইউরালের আর একটি শহরে জারের পরিবারের আরো সাতজনকে গুলী করে হত্যা করা হয়। এর আগে পারমএ গ্রাণ্ড ডিউক মিখাইলকে গুলী করে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের পর সারা দেশময় শত্রুদের বিরুদ্ধে চলতে থাকে নির্মম অভিযান (ঐ ২৮৩ পৃষ্ঠা)।

জারের জার জার হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করল। শুরু হল কমিউনিজমের নামে একনায়কত্বের শাসন। বলশেভিক নেতাদের ইচ্ছাই তখন দেশের সর্বোচ্চ আইন। লেনিনের পর ক্ষমতায় এলেন লৌহ মানব ষ্ট্যালিন। রাশিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সারা পৃথিবী থেকে। মুক্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন তখন লৌহ যবনিকার অন্তরালে। ক্রমশঃ মার্কসবাদ, লেনিনবাদ এবং ষ্ট্যালিনবাদ ছড়িয়ে গেল পৃথি-

বীর নানা দেশে। কমিউনিজম তখন পৃথিবীর এক বিস্ময়! দিনে দিনে এর প্রসার আর প্রতিপত্তি জগৎবাসীকে চমক লাগিয়ে দিল। পতন ঘটল বহু দীর্ঘ স্থায়ী শাসন ও শাসকের। এক কথায় কমিউনিজমের নামে সমাজতন্ত্রের সূর্য তখন মধ্য গগণে।

১৯৪৫ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবী জর্জরিত তখন রাশিয়ার প্রভাব বলতে গেলে একদম তুঙ্গে। বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রদীপ একে একে নিভে যাচ্ছে। তখন আহ্‌মদী জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা ঘোষণা করলেন,—"বলশেভিজমের বর্তমান প্রশাসন নিয়ে ভেবে দেখার কিছু নেই, এটি এখন জারের অত্যাচারের কথা স্মরণ রেখেছে। যেদিন এই বিশ্বাস অন্তর থেকে মুছে যাবে.....তখন নুতন প্রজন্ম বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং এই শিক্ষার স্বরূপ তখন প্রকাশ হয়ে পড়বে, যা দেখে সমগ্র জগত আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে (নেজামে নও ৮৩ পৃঃ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "লোকে মনে করে কমিউনিজম জয়যুক্ত হয়ে গেছে অথচ এই বিজয় একমাত্র জারের অত্যাচারের ফল। যখন পঞ্চাশ ষাট বৎসর গত হয়ে যাবে, যখন এর চিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে যাবে তখন যদি এই ব্যবস্থা জয়যুক্ত থাকে, তখন আমি মনে করব যে কমিউনিজম সত্যি সত্যিই জয়যুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই যান্ত্রিকতা দীর্ঘ দিন চালু থাকতে পারে না। সময় আসবে যখন মানুষ এই যান্ত্রিকতাকে ভেঙ্গে চুরে রেখে দেবে (ইসলামকা ইকতেসাদী নেযাম, ৮৫ পৃঃ)। তিনি বলেছেন, "এই সাম্যবাদী আন্দোলনের অধঃপতন ভয়ানক হবে" (নেজামে নও, ৩৯ পৃঃ)।

আজ রাশিয়া তথা সমগ্র পূর্ব ইউরোপের তথাকথিত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র গুলির পতন ও পরিবর্তন লক্ষ্য করে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট ও দেদীপ্যমান হয়ে ধরা পড়ছে।

জারের সৌভাগ্যরবি যখন মধ্যগগণে তখন জারের পতন ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। অপরদিকে কমিউনিজমের পূর্ণ প্রতাপের যুগে ঘোষিত হয়েছিল এর বেদনাদায়ক পরিণতির কথা, যা আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। জগত আশ্চর্য্য হয়ে দেখছে কিভাবে সমাজতন্ত্রের প্রদীপ একে একে নিভে যাচ্ছে। কোথাও বা তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে নিভু নিভু হয়ে আছে। তথাকথিত কমিউনিষ্ট দেশগুলির শহর নগর থেকে লেনিনের বিরাটকায় মূর্তিগুলিকে মানুষ উল্লাসের সঙ্গে ভেঙ্গে ফেলছে।

আহ্‌মদী জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা এও ঘোষণা করলেন, "এই দেয়াল ভেঙ্গে যাবে এবং জগত এক জবরদস্ত পরিবর্তন দেখতে পাবে" (ইসলামকা একতেসাদী নেজাম)। এই দেয়াল কি? দেয়াল বলতে তো একমাত্র বার্লিন দেয়ালকেই বুঝি। এই দেয়াল ১৯৬১ সালের ১৩ই আগষ্ট নির্মিত হয়েছিল। আজ তা ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে গেছে। মাত্র ২৯ বৎসরে কি বিরাট পরিবর্তন। কোন বস্তুবাদী কি এর এক বৎসর পূর্বেও এমনটি ভাবতে পেরেছিল? না, এ ধরণের ভাবনা বস্তুবাদের আওতাভুক্ত নয়। একমাত্র ঐশীবাণী প্রাপ্ত ব্যক্তিরাই একথা বলতে পারে। আল্লাহ্ আলীমুল গায়েব যাদেরকে জানিয়েছেন বা যাদেরকে আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টি দিয়েছেন একমাত্র তারাই এ হেন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। জগত যা ভাবতে পারেনা, মানুষ যা কল্পনা করতে পারেনা, ঐশী আলোক প্রাপ্ত পুরুষেরা তা দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করে থাকেন। আর এখানেই ধর্ম ও জড়বাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য।

এই আলোচনায় আরো একটি বিষয় উল্লেখ না করলে এ ব্যাপারে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আহ্‌মদী

জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন. "আমি আমার জামা'তকে রাশিয়ায় বালুকণার ন্যায় দর্শন করেছি" (তাজকেরা, ৮৯৩ পৃঃ)। এ থেকে জানা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র রাশিয়ায় আহ্‌মদী জামা'ত বিস্তার লাভ করবে। ১৯০৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী তাঁকে এক রুইয়ার মাধ্যমে দেখানো হয় যে, জারের রাজদণ্ড তাঁর হাতে অর্পণ করা হয়েছে (তাজকেরা ৪৫৮ পৃঃ)। এ থেকেও জানা যায় যে রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা আহ্‌মদী জামা'তের নিয়ন্ত্রণে আসবে। এই আলোচনায় বিশেষ করে শেষ বক্তব্যে হয়ত কেউ আশ্চর্য্য বোধ করছেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, এই অসম্ভব কি করে সম্ভবে পরিণত হবে। হ্যাঁ এটাই স্বাভাবিক। বস্তুবাদী জড়বাদী চেতনায় এটি বোধগম্য নয়। আপাতদৃষ্টিতে যা কল্পনাবিলাস, অবাস্তব মনে হচ্ছে, যার পূর্ণতার কোন লক্ষণই এখন দৃশ্যমান নয়, তা কি করে একজন বস্তুবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে? কিন্তু যারা ঐশীবাণীর উপর ঈমান ও একিন রাখেন, তারা জানেন যে এটি অবশ্য অবশ্যই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। যে আলীমুল গায়েব আল্লাহ বহু বৎসর পূর্বে জারের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর প্রেরিত-পুরুষকে জানিয়েছিলেন. যে মহান সত্বা তাঁর প্রিয় বান্দাকে কমিউনিজম ও সোশিয়ালিজমের পতন সংবাদ জ্ঞাত করিয়েছিলেন। শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীও সেই একই সত্বা থেকে উচ্চারিত। অতএব যিনি জগতের কাছে অসম্ভব বলে স্বীকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর দু'টি অংশকে পূর্ণ করেছেন তিনিই যথাসময়ে এর তৃতীয় অংশটিও পূর্ণ করে জগদ্বাসীর সম্মুখে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দেদীপ্যমানরূপে উপস্থাপন করবেন।

যব কাহে কে ম্যায় করুঙ্গা ইয়ে জরুর
টালতি নেহী ওহ্ বাত খোদায়ী এহি তো হ্যায়।

যখন বলেন আমি এটি করবই, তখন তার আর কোন পরিবর্তন হয়না। আর এটাই আল্লার অস্তিত্বের প্রমাণ, অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করাই তো খোদার কাজ।

অতএব হে জগদ্বাসী! আপনারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে দুটি পরিবর্তন যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি এর শেষ পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করুন। অবশ্যই তা পূর্ণ হবে।

বিগত ২৩/২/৯০ তারিখে লণ্ডন মসজিদে প্রদত্ত খুতবায় আহ্মদী জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মুসলেহ্ মাওউদের একটি রুইয়ার উল্লেখ করে বলেন যে, মুসলেহ্ মাওউদ তাঁর পুত্র তাহেরকে কোলে নিয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করতে দেখেছিলেন। তিনি বলেন, এর অর্থ আমার যুগে (বর্তমান যুগ-খলীফা মির্যা তাহের আহমদ আইঃ) রাশিয়ায় ইসলামের প্রসার ঘটবে। তিনি বলেন যে, ইদানিং একটি রাশিয়ান ভাষায় রচিত বিশ্বকোষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এতে বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে যথেষ্ট সংখ্যক আহ্মদী রয়েছে, যারা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। উল্লেখ্য যে ১৯২৪ সালে মৌলানা জহুর হোসেন রাশিয়ায় প্রচার করতে গিয়ে কারাবরণ করেন এবং অকথ্য নির্যাতন সহ্য করে দেশে ফিরে আসেন। তার প্রচারে জেলখানার মধ্যে বেশ কিছু লোক ইসলাম তথা আহ্মদীয়াত গ্রহণ করে। আমি স্বয়ং মৌলানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর বক্তব্য অডিও কেসেটভুক্ত করি যা আজও সুরক্ষিত আছে।

১৯৮৯ সালে ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত জুবিলী জলসায় যোগদান করতে গিয়ে এই প্রবন্ধ লেখক, মস্কোতে যাত্রা বিরতি করে। স্বল্পকালীন অবস্থান কালে মস্কোতে গাড়ী, বাড়ী এবং খাদ্য

সামগ্রীর যে মান লক্ষ্য করেছি, তাতে দৈন্য প্রকট ভাবে ধরা পড়ে।

আহ্‌মদী জামা'তের প্রকাশিত রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত কুরআন মজিদ ইতিমধ্যেই বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে।

গ্লাসনস্ত এবং পেরেস্ত্রোইকার মাধ্যমে যে সীমিত সুযোগ সোভিয়েতবাসীর জীবনে এসেছে, তার সুফল অচিরেই ফলতে দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞান সম্মত ইসলাম যা আহ্‌মদীয়াতের মাধ্যমে বিশ্বে প্রচারিত হচ্ছে, তা সোভিয়েতবাসীর জন্য গ্রহণ করা খুবই সহজসাধ্য হবে। কেননা সমাজতন্ত্রের ষাঁতাকলে তাদের পূর্ববর্তী সকল কুসংস্কার এবং অবৈজ্ঞানিক ধারণা সমূলে দূর হয়ে গেছে। কমিউনিজম ঝাটা মেরে সেখানকার মানুষের কুসংস্কার ও ধর্মের নামে ভুল বিশ্বাসকে সাফ করে দিয়েছে। এখন সত্যের বীজ বপিত হলেই সেখানে চারা গজাবে।

১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে ইংল্যাণ্ডের ২৬তম জলসায় সোভিয়েত আহ্‌মদী এবং অ-আহ্‌মদী মুসলমানরা তাদের দেশ থেকে উপহার সামগ্রী নিয়ে এসেছিলেন খলীফাতুল মসীহ্‌র (আইঃ) জন্য। তারা নূতন করে অঙ্গীকার করে গেছেন ইসলামের আন্তর্জাতিক নেতার কাছে। ঘটনা প্রবাহ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অল্প কালের মধ্যেই জগৎবাসী ঐশীবাণীর পরিপূর্ণ ও সার্থক রূপ দেখতে পাবে। অবস্থা দৃষ্টে এ, জে, টয়েনবী বলেছিলেন,— Communism will fail.....and the wave of the future is not Communism but religion (The Reader's Digest June, 1955) হ্যা, নাস্তিকতা ব্যর্থ হবেই। কেননা এটি মানবপ্রকৃতি বিরুদ্ধ।

—০—